পাগলামী ছাড়ো
শিমুল সুলতানা
এটাই নিয়তি বলে ধরে নিয়েছিল মেয়েটা -
 সবাই যখন ভার্সিটিতে পড়ার স্বপ্ন নিয়ে ঘুরছিল -
তার পাশে শেকল নিয়ে প্রস্তুত সবে।
ঠোংগার টুকরা কাগজটিও পড়ত যে মেয়েটি সময় পেলে - সেক্সপিয়ার সমগ্র, প্যারাডাইস লস্ট থেকে হুমায়ুন,সমরেশ কিংবা তাসলিমা সব তার পড়ার নেশা।
 সেই মেয়েটি চুপচাপ নিরিবিলি -
 জন্মদিন, ঈদে সবার কত কি বায়না-
 তার বায়না স্বজনদের কাছে নতুন বইয়ের কি অদ্ভুত পাগল মেয়েটা।
সব মেয়েরা যখন কসমেটিকস কিনতে মার্কেটে সে তখন মামার সাথে মহিলা সমিতির মঞ্চে নাটক দেখতে চাইত।
কি বোকা সেই মেয়েটি আজো বোকা থেকে গেল।
 সবাই যখন সংসারে স্বার্থের টানে অর্থের নেশায় বুদ সে তখন কবিতা পড়ে হিসেবের খাতা ফেলে।
সংসারী হতে পারে নি বলে গালমন্দ কম জোটে নি।
 সে পড়ে থাকবে সন্তানের রেসিপি আর পরকালের হিসেব নিয়ে কিন্ত তার বালাই নেই মেয়েটার।
 তুমি কেন পাগলামি করছ এখনো?
তিন কূলে যারা ছিল ভুল বুঝে সরে গেছে সবে।
এবার একটু সংসারী হও মেয়ে এর নাম নারী জন্ম! বয়স তো বসে নেই!
 আবেগের নাও ছেড়ে একটু সংসারী হও।
 বাদ দাও কবিতার ছাইপাশ ভাত জোটে তাতে একটু অভিনয় শেখ।
আত্ম ভোলা আর কত হারাবে সব কিছু! ভুলে যাও তুমি